মুজিবনগরে সেই অসহায় মাকে শাড়ি কিনে দিলেন তথ্য আপা

মুজিবনগরে জমি নাই ঘর নাই বাঁশ তলায় বসবাস করা বৃদ্ধ মা ও তার প্রতিবন্ধী ছেলের করুন কাহীনি মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় তুলে ধরার পর নিজ উদ্যেগে সেই বৃদ্ধ মাকে শাড়ি কিনে দিয়েছেন উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার।

সোমবার সকালে তিনি নিজে যেয়ে বৃদ্ধ মাকে সেই শাড়ি পরিয়ে দিয়ে আসেন। আর এই মানবতা দেখে বৃদ্ধ মা হালিমা খাতুন আনন্দে আপ্লুপ্ত হয়ে উঠেন।
তিনি বলেন আমাকে এভাবে কেউ সহযোগীতা করবে সেটা কখনো ভাবতেই পারিনি। এ সময় তিনি তথ্য আপার জন্য দোয়া কামনা করেন।

তথ্য আপা তানিয়া খন্দকার জানান, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় অসহায় ব্যক্তিটির গল্প পড়ার পর নিজের কাছে খুব খারাপ লাগছিলো। কতই না কষ্টে বসবাস করছে তারা। পরে আমি চিন্তা করলাম তাকে দেখতে যাবো। আর মনে হলে তাকে যদি ছোট কিছু দিয়েও সহযোগীতা করতে পারতাম তাহলে হয়তো কিছুটা উপকৃত করতে পারবো।আর সেই লক্ষে সোমবার সকালে তার জন্য একটি শাড়ি কিনে বৃদ্ধ মার হাতে তুলে দিয়ে আসি।

মেপ্র/ইএম

তিন উপজেলার দুটিতে নেই সাব-রেজিস্ট্রার, দুর্ভোগে মেহেরপুরবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার বদলি হয়েছেন গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর। মুজিবনগর উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার নেই এক বছর ধরে।

আর ১৪ ডিসেম্বর জেলা রেজিস্ট্রার অবসরে গেছেন। এ পদটিও শূন্য। শুধুমাত্র সদর উপজেলায় রয়েছেন একজন সাব-রেজিস্ট্রার। তিনি সদর ও মুজিবনগর উপজেলা অফিস সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

শূন্য পদের ফলে গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম স্থবির। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন জমি কেনাবেচনা ও জরুরী কাজে দলিল উত্তোলন করতে আসা লোকজন। অতিরিক্ত দায়িত্ব কিংবা শূন্য পদ পূরণ না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এখানকার মানুষগুলো। শূন্য পদ পূরণ সাপেক্ষে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে এখন মন্ত্রণালয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন হাজারও ভুক্তভোগী মানুষ।

এদিকে, বেকার সময় পার করছেন দলিল লেখক ও তাদের সহকারীসহ দুই শতাধিক মানুষ।
গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভৌগলিক দিক থেকে গাংনী উপজেলা মেহেরপুর জেলার অর্ধেক। জনসংখ্যাও এখানে বেশি। ফলে জমি কেনাবেচনার পরিমাণও অনেক। প্রতি মাসে দেড় থেকে দুই হাজার দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। সর্বশেষ সাব-রেজিস্ট্রার ২৯ ডিসেম্বর বদলি অবস্থায় ৯ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রির প্রক্রিয়ায় ছিল। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ভলিউম হয়েছে। কিন্তু সাব রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরের অভাবে সেগুলো মলিকদের দিতে পারছে না।

একইভাবে আরও ৬ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রিারে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার দলিল হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন দলিল মালিকরা।

জমি ক্রেতা পুর্ব মালসাদহ গ্রামের মুক্তার হোসেন বলেন, আমি এক প্রবাসীর কাছ থেকে দেড় বিঘা জমি কিনে রেজিস্ট্রির দিনক্ষণ ঠিক করি। এখন সেই প্রবাসী আবারও বিদেশ চলে যাচ্ছে। এখন জমি রেজিস্ট্রি না হলে আমার জমির মালিকানা অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আমার দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আমরা ৭০ জন মুহুরী ও ১৫০ জন সহকারী বেকার সময় কাটাচ্ছি। অপরদিকে, ডিসেম্বর মাসে আমাদের সনদ নবায়ন হয়নি। জেলা রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের দুর্ভোগের কথা বলার জায়গাও নেই।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের টিসি মহরার আবুল কালাম আজাদ বলেন,

প্রতিদিনই দলিল নিতে এসে ফিরে যাচ্ছেন দলিল মালিকরা। সাব-রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের সকল কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। মানুষের নানা মন্তব্য ও গালমন্দও শুনতে হচ্ছে।

এদিকে, মুজিবনগর ও সদর উপজেলা অফিস সামলাচ্ছেন সাব-রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলাম। সদর উপজেলার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রতি বুধবার তিনি মুজিবনগরে জমি রেজিস্ট্রি করেন। এতে সদর ও মুজিবনগর উপজেলার মানুষও ভোগান্তিতে রয়েছেন। সময় মতো দলিল রেজিস্ট্রি ও দলিলের নকল না পেয়ে জরুরী কাজ আটকে যাচ্ছে অনেকের।

২০১৩ সাল থেকে মুজিবনগর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্থায়ী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৬০-৭০টি দলিল রেজিস্ট্রি হয়। ২০১৫ সাল থেকে সাব-রেজিস্ট্রার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার ২০১৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তারপর থেকেই এ পদটি ফাঁকা।

সাব-রেজিস্ট্রার পদায়ন ও বদলি হয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় থেকে। তাই এ সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের সুনজর ছাড়া ভোগান্তি লাঘব সম্ভব নয় বলে মনে করেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সংশ্লিষ্টরা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, সরকারের কাছে জানানো হচ্ছে। আশা করছি আমাদের এলাকার মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত শূন্য পদে সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেবেন সরকার।

মুজিবনগরে মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই বাছাই শুরু

মেহেরপুরের মুজিবনগরে আবেদনকৃত সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছাই শুরু হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে যাচাই-বাছাই কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

প্রথম দিনে দারিয়াপুর ইউনিয়নের মোট ২৪ জনের সকল কাগজপত্র ও সরাসরি সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে।

সকলের সাক্ষাতকার নেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী।

পর্যায়ক্রমে উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে আবেদনকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই-বাছাই চলবে।

মেপ্র/ আরপি

লিচুতলা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলায় গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব জয়ী

মুজিবনগরে ছবিতলা ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাবকে পরাজিত করে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব জয়লাভ করেছে।

রবিবার রাতে লিচুতলা ব্যাডমিন্টন ক্লাবের আয়োজনে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনাল খেলায় একদিকে মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাব ও অপরদিকে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব মুখোমুখি হয়।

উক্ত খেলায় মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাবকে পরাজিত করে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব জয়লাভ করেছে।

খেলায় প্রথম পর্যায়ে মেহেরপুরকে হারিয়ে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব একটি গেমে এগিয়ে আসে। পরবর্তিতে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাবকে হারিয়ে মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাব সমতায় আনে। কিন্তু তৃতীয় খেলায় মেহেরপুর ব্যাডমিন্টন ক্লাবকে আবারো পরাজিত করে গাংনী ব্যাডমিন্টন ক্লাব বিজয় লাভ করে।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন

মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারমান তৌফিকুল বারী বকুল, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান মফিজ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার কুন্ডুসহ উৎসক জনতা শেষ পর্যন্ত খেলাটি উপভোগ করেন।

খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয়।

পুরষ্কার হিসাবে বিজয়ীদেরকে দেওয়া হয় ১০ হাজার টাকা ও রানার্সআপ দলকে দেওয়া হয় ৬ হাজার টাকা।

মেপ্র/ আরপি

মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু, মুজিবনগরে বিশেষ ক্ষণগণনা যন্ত্র

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

এ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আয়োজনের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে, গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে এবং মুজিবনগর আম্রকানে একই সঙ্গে ক্ষণগণনার উদ্বোধন করা হয়।আগামি ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ভোরে ক্ষণগণনা শেষ হবে।

উল্লেখ্য, বিশেষায়িত ভাবে তৈরি করা ক্ষণগণনা যন্ত্র গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া ও মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকানের শেখ হাসিনা মঞ্চের পাশে স্থাপন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি, জেলা ও দায়রা জজ মো: আব্দুস সালাম, পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু সহ আওয়ামীলীগ

নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ক্ষণগণনা উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।
মেপ্র/এমইএম

মুজিবনগরে অসহায় মা ছেলের পাশে কালের কন্ঠ-শুভ সংঘ

মেহেরপুর প্রতিদিন’র সংবাদ দেখে মুজিবনগরে সেই অসহায় মা ও ছেলে কে কম্বল ও খাদ্য সামগ্রী দিয়ে সহয়তা করেছে কালের কন্ঠ-শুভ সংঘ নামের একটি সংগঠন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধায় সংগঠনটির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ এর নেত্রীত্বে একটি দল অসহায় মা ও ছেলের হাতে এ সকল সামগ্রী তুলে দেন।

এ সময় জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক নাসিমুল জুনায়েদ, কোষাক্ষ্য আফসানা বিশ্বাস তিথি, মুজিবনগর উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান লাল্টু, ক্রীড়া সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক শাকিল রেজা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শুভ সংঘের মেহেরপুর জেলা কমিটি ও মুজিবনগর উপজেলা কমিটি যৌথভাবে এ উদ্যেগ গ্রহন করেন।

জেলা সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ জানান, গতকাল প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামে অসহায় মা তার প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে ডোবার পাশে বসবাস করছেন। এবং খুব কষ্টে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এই সংবাদের ভিত্তিতে আমরা শুভ সংঘের পক্ষ থেকে সামান্য কিছু সহায়তা করতে পেরে খুব ভাল লাগছে। তবে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এদের জন্য সহায়তার হাত বাড়ানোর।

মেপ্র/এমইএম

পূনর্বাসন দূরের কথা জোটেনি একটি কম্বলও

মুজিবনগরে জমি নাই ঘর নাই বাঁশ তলায় বসবাস করা বৃদ্ধ মা ও তার প্রতিবন্ধী ছেলেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পূনর্বাসন করে দেবার কথা থাকলেও ঘর তৈরি তো দূরের কথা।

পূনর্বাসন হিসাবে একটি সরকারী কম্বলও পাইনি অসহায় পরিবার। এমনকি অসহায় পরিবারের করুন কাহীনি দেখতেও যায়নি উপজেলা প্রশাসনের কেউই। জানা গেছে, এ বছর শীতের শুরুতে মুজিবনগর উপজেলায় অসহায় ও দুস্থদের জন্য কম্বল বরাদ্ধ দেয় সরকার।

সেই কম্বল উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাড়ি বাড়ি গিয়ে গরীবদের মাঝে বিতরণ করেছেন। কিন্তু একটি ডোবার পাশে বাশের মাঁচা ও উপরে বস্তা দিয়ে জরাজীর্ণ অবস্থায় ঘর বানিয়ে বসবাস করা সেই অসহায় পরিবারের ভাগ্যে জোটেনি একটিও কম্বল।

এ বিষয়ে স্থানীয়রা জানান, আমাদের মনে হয় না এদের মত অসহায় ব্যাক্তি আর আছে কিনা। শুনেছি গরীবদের জন্য সরকার বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করে আসছে। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে দুইজন মানুষ কত কষ্টে জীবন যাবন করছে তবুও এদের পাশে দাড়ানোর জন্য কেউ এগিয়ে আসছে না।

শুনেছি ইউএনও নাকি গরীবদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে শীতের কম্বল দিয়ে আসছে। কিন্তু আমরা কোনদিন উপজেলা থেকে কোন মানুষকে এদের কাছে আসতেও দেখিনি।

উল্যেখ্য, গত ২ মাস আগে ঘর নেই জমি নেই, ডোবার পাশে জীর্ণ ঘরে স্থানে বৃদ্ধা মা ও প্রতিবন্ধী ছেলের বসবাস শীর্ষক অসহায় ব্যাক্তিদের নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন পত্রিকায় নিউজ প্রকাশিত হয়।

প্রকাশিত নিউজে তুলে ধরা হয়, দুই ভাই নিজের সংসার ও একমাত্র বোন স্বামীর সংসার নিয়ে ব্যস্ত। ছোট ভাই খুদির সড়ক দুর্ঘটনায়

চিকিৎসার খরচ মেটাতে গিয়ে নিঃস্ব হলেও প্রতিবন্ধী হয়ে জীবনাযাপন করছেন। অসহায় ভাই-বোনরা খোঁজ না নিলেও তাঁকে ছাড়তে পারেনি মমতাময়ী মা হালিমা খাতুন। ছেলের চিকিৎসার জন্য জমি জিরাত বিক্রি করেও ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে পারেননি অসহায় মা। প্রতিবন্ধী ছেলেকে নিয়ে অবশেষে ঠাঁই হয়েছে একটি নোংরা ডোবার পাাশে।

নিচে বাঁশের মাঁচা ও উপরে বস্তা দিয়ে জীর্ণ ঘর বানিয়ে সেখানে বসবাস করছেন বৃদ্ধা মা ও ছেলে। অসহায় এ গল্পটি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরা কোনা গ্রামে। শায়েস্তা খাঁন নামের এক জনের করুণায় মা ও ছেলের ঠাই হয়েছে সেখানে। সরকারী ভাবে অসহায়দের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় পূনর্বাসন করা হচ্ছে। কিন্তু অসহায় এই বৃদ্ধা ও তার প্রতিবন্ধী ছেলের ভাগ্যে জোটেনি তেমন কিছুই। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তিক বয়স্ক ভাতার কার্ডের টাকা ও প্রতিবেশিদের সাহায্যের টাকায় কোনরকম খেয়ে দেয়ে দিন কেটে যাচ্ছে তাদের।

মেপ্র/এমইএম

মুজিবনগরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০ বোতল ফেন্সিডিল সহ মিনারুল ইসলাম(৫৯) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

রবিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর উত্তর পাড়া থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক মিনারুল ইসলাম শালিকা গ্রামের মৃত কাদের ঘটকের ছেলে।

ডিবি পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, গোপন সয়বাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২০ বোতল ফেন্সিডিল সহ মিনারুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা।

এ ব্যাপারে একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগরে অধ্যক্ষের খামখেয়ালিতে ফরম পুরণে ব্যর্থ এক শিক্ষার্থী

মুজিবনগরে এইসএসসির ফাইনাল পরিক্ষার ফরম পূরন নিয়ে শামিম রেজা নামের এক শিক্ষার্থীকে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে মুজিবনগর সরকারী ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রেজাউল হক এর বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, এইসএসসি টেষ্ট পরিক্ষায় যারা সকল বিষয়ে কৃতকার্য হতে পারে নি তাদের ফরম পূরন করতে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের ভিতরেও কিছু কিছু ছাত্রদের ফরম পূরন করতে দেওয়া হচ্ছে না।

এ নিয়ে শামিম রেজা সহ কয়েকজন শিক্ষার্থীদের অধ্যক্ষের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা থেকে পুলিশের একটি দল মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

এ বিষয় জানতে চাইলে শামিম রেজা বলেন, আমার টেষ্ট পরিক্ষা চলাকালীন সময়ে সেনাবাহীনিতে চাকরী হয়ে যায়।
তাই চাকরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন যায়গায় আসা যাওয়ার জন্য ৪ টি পরিক্ষা দেওয়া হয়নি।

পরে একটি এক্সিডেন্টের কারনে আমার নামে মামলা হওয়ায় চাকরিটা চলে যায়।

পরে পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এ বিষয় নিয়ে ফরম পূরনের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি অধ্যক্ষের কাছে অনুরোধ করি।

তিনি আমাকে একটি দরখাস্ত লিখে কলেজ পরিক্ষক কমিটির কাছ থেকে একটি লিখিত নিয়ে আসতে বলেন। আমি অধ্যক্ষের কথা মত কলেজ পরিক্ষক কমিটির কাছ থেকে লিখিত নিয়ে আসি।

তারপরে তিনি আজ দেখছি কাল দেখছি করে সময় দিয়ে বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করতে থাকে।
কিন্তু আজ ফরম পূরনের লাষ্ট ডেট, আমার ফরম পুরন করা হয়নি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ্য রেজাউল হক বলেন, আমি নিয়ম বহির্ভুত কোন কাজ করিনি। কিছু ছাত্র আমার কাছে এসে অযথা খারাপ আচরন করে।

- মুজিবনগর অফিস

বাল্যবিয়ের অভিশাপে স্বামী ছাড়তে মুজিবনগর ইউএনও’র কাছে নালিশ

বাল্যবিয়ের অভিশাপে ঘর ছাড়তে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ জানিয়েছে বিনা খাতুন (১৪)।

রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: উসমান গনির কার্যালয়ে গিয়ে তাঁর কাছে এ অভিযোগ জানায় এই কিশোরী বধু।

বিনা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের ইকতার আলীর মেয়ে।

জানা গেছে, বিনা খাতুনের মা মারা যাওয়া পর তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সৎ মা তাকে লালন পালন কেও বড় করে তোলে। তার বাবা শারিরীক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে কর্মক্ষম হারিয়ে ফেলে। ২০১৮ সালের মে মাসে একই উপজেলার পুরন্দরপুর গ্রামে ফয়সাল হোসেনের সাথে বিনা খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে তার স্বামীর সাথে মনমালিন্য হয় না। এ নিয়ে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

বিনা খাতুন জানান, ৮ মাসে আগে বিয়ে দিয়েছিল তার সৎ মা। বিয়ের পর থেকে তার স্বামীর নানা ভাবে অত্যাচার করে। তাঁর সাথে সংসার করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি এ অত্যাচার থেকে বাঁচতে চাই।

মেয়ের সৎ মা সানজিদা খাতুন জানান, মেয়ের বাবা অক্ষম (শারিরীক প্রতিবন্ধী)। তাঁর কর্মকরার ক্ষমতা নাই। সে কারণেই মেয়ের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছিলাম মেয়েটি যাতে সুখে থাকে। কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে মেয়েটি চলে এসেছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি জানান, স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিনা খাতুন নামের ওই কিশোরী একটি অভিযোগ দিয়েছে। আমরা উভয় পক্ষের পরিবারের লোকজনকে বুধবার ডেকেছি। মেয়েটি যাতে সুষ্ঠ বিচার পাই এবং তাকে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা করা হবে।

- মুজিবনগর অফিস